হজ্জ ও ‘উমরার

দু‘আ

জমজম হজ্জ কাফেলা

Zamzam Hajj & Umrah Services

জমজম হজ্জ এন্ড উমরাহ সার্ভিসেস, ইন্‌ক্‌

যোগাযোগ:

ইমাম দেলোয়ার হোসাইন

Imam Delwar Hossain

Zamzam Hajj & Umrah Services

1049 Glenmore Ave #5B

Brooklyn, NY 11208

U.S.A.

Phone: **917-348-6416**

Email: **rufyda@aol.com**

সূচীপত্র

- হজ্জের ফজিলত ৬
- যাদের ছেড়ে হজ্জে যাচ্ছেন, তাদের জন্য দু‘আ ৭
- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ৭
- সফর শুরুর দু‘আ ৮
- উমরার নিয়ত ও তালবিয়া ১০
- হজ্জের নিয়ত ও তালবিয়া ১১
- মসজিদে প্রবেশের সময় ১২
- তাওয়াফ শুরুর সময় ১২
- প্রথম তাওয়াফের দু‘আ ১৩
- রুকনে ইয়ামেনী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যখানে ১৪
- সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে দৌড়ানোর সময় ১৪
- সাফা মারওয়া পাহাড়ে আরোহনকালে ১৬

- মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ১৮
- আরাফাত দিবসের শ্রেষ্ঠ দু'আ ১৮
- কংকর নিক্ষেপের সময় বলুন ১৯
- তাকবীরে তাশরীক ১৯
- পশু যবেহ্ করার সময় ১৯
- কুরআনের বর্ণিত কিছু দু'আ ২০
- সুন্নায় বর্ণিত কিছু দু'আ ২৭
- রাসূল এর উদ্দেশ্যে সালাম ৪০
- আবু বকর (রা) এর প্রতি সালাম ৪১
- 'ওমার (রা) এর প্রতি সালাম ৪১
- সাহাবীদের কবরে যিয়ারতের সময় যা বলবেন ৪২
- সফর থেকে ফিরার দু'আ ৪২

হজ্বের ফজিলত

১. হজ্জ করা আল্লাহর নির্দেশ (সূরা আলি-'ইমরান ৯৭)
২. রাসূল (সা) এর নির্দেশ (সহীহ মুসলিম)
৩. হজ্জ পাপ মোচন করে (বুখারী ও মুসলিম)
৪. মকবুল হজ্জের পুরস্কার জান্নাত (বুখারী ও মুসলিম)
৫. হাজী ও তার বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপে নেকী (বুখারী)
৬. হাজীগণ আল্লাহর পথের যাত্রীদল (নাসাঈ)
৭. হজ্জ উত্তম আমলসমূহের একটি (বুখারী)
৮. হজ্জ হচ্ছে বৃদ্ধ, দূর্বল ও মহিলাদের জিহাদ (নাসাঈ)
৯. হজ্জ দরিদ্রতা দূর করে (তিরমিযি ও নাসাঈ)
১০. কিয়ামতের দিন হাজীর সুপারিশ কবুল হবে (তারগীব)
১১. হজ্জের সফরে মৃত্যু = হজ্জের পুরো সওয়াব (বায়হাকী)
১২. হজ্জের সফরে মৃত্যু = বিনা হিসাবে জান্নাত (হাদীস)
১৩. হজ্জের জন্য ব্যয় = আল্লাহর পথে ব্যয় (আহমদ ও তিবরানী)
১৪. হজ্জ পালনকারী আল্লাহর মেহমান (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)
১৫. হজ্জ পালনকারীর দু'আ কবুল হয় (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

যাদের ছেড়ে হজ্জে যাচ্ছেন, তাদের জন্য দু‘আ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِى لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

আসতাওদি‘উকুমুল্লা-হাল্লাযী লা- তাদ্বী‘উ ওয়া দা-ই‘উহু

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাজতে থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। (বুখারী ১০৯৬, ইবনে মাজাহ)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময়

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ

وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু ‘আলাল্লা-হি
ওয়া লা- হ্বাওলা ওয়া লা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ

আল্লাহর নামে, সকল ভরসা তারই উপর এবং
আল্লাহ ব্যতীত সর্বশক্তিমান আর কেউ নেই।
(আবু দাউদ ৫০৯৬, তিরমিযী ৩৪২৬)

সফর শুরুর দু‘আ

اَللهُ أَكْبَرْ اَللهُ أَكْبَرْ اَللهُ أَكْبَرْ

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ

مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا

نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ

الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا

هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ

فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى

أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ

وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

*আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,
সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু
মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না-ইলা- রব্বিনা-লামুনক্বালিবূন।
আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাসআলুকা ফী সাফারিনা- হা-যাল বিররা
ওয়াত্ তাক্বওয়া- ওয়া মিনাল 'আমালি মা- তারদ্বা-
আল্লা-হুম্মা হাওওয়িন 'আলাইনা- সাফারানা- হা-যা-
ওয়াতউয়ি 'আন্না- বু'দাহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সা-হ্বিবু
ফিস্ সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল্ আহলি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী
আ'উযু বিকা মিন ওয়া'সা'ইস্ সাফারি ওয়া কা-বাতিল মান্
যারি ওয়া সূ-'ইল মুন্কালাবি ফিল্ মা-লি ওয়াল্ আহলি*

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। "আল্লাহ! মহান সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন যদিউ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। বস্তুত আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।" হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি (খলিফা) রক্ষণাবেক্ষনকারী। হে আল্লাহ! আমি সফরের কষ্ট এবং সফর হতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবার এবং মাল ও পরিবারের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম ১৩৪২)

উমরার নিয়ত

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً

আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ‘উমরাতান

হে আল্লাহ উমরাহ করার জন্য হাজির।

اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হাইসু হাবাসতানী

হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে (সেখানে আমি ইহরাম খুলব)। [বুখারী: ৪৭১৮]

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা- শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক। লা- শারীকা লাক।

আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির। আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই। আপনার কোন অংশীদার নেই। [বুখারী: ১৪৫৬]

হজ্জের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا

আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান

হে আল্লাহ হজ্জ করার জন্য হাজির।

اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

আল্লাহুম্মা মাহ্বিল্লী হ্বাইসু হ্বাবাসতানী

হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে (সেখানে আমি ইহরাম খুলব)। [বুখারী: ৪৭১৮]

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা- শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক। লা- শারীকা লাক।

আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির। আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই। আপনার কোন অংশীদার নেই। [বুখারী: ১৪৫৬]

মসজিদে প্রবেশের সময়

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী বা অন্য যে কোন মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা রেখে বলুন

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বিসমিল্লা-হি ওয়াস সালা-তু ওয়াস সালা-মু 'আলা-রাসূলিল্লাহি, আল্লা-হুম্মাফ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সালাত ও সালাম রাসূল (সা) এর প্রতি। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।

তাওয়াফ শুরুর সময়

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সুযোগ হলে বলুন:

بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার

আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান।

যদি স্পর্শ করার সুযোগ না হয়, তাহলে দূর থেকে হাত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে বলুন

আল্লাহু আকবার اَللهُ أَكْبَرُ আল্লাহ মহান

প্রথম তাওয়াফের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লা-হুম্মা ঈমা-নাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বি কিতা-বিকা ওয়া ওয়াফা-আম বি‘আহদিকা ওয়াত্তিবা-আল্‌লি সুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (সা) এর সুন্নাতের অনুসরণ করে আমি এই কর্তব্য পালন করছি।

যখন কা‘বা শরীফের রুকনে ইয়ামেনী কর্ণারে পৌঁছবেন, তখন চুম্বন করা ছাড়া, ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলুন

بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার

আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান।

ভীড়ের কারণে তা স্পর্শ করা কঠিন হলে তাওয়াফ করতে থাকবেন। তার প্রতি কোন ইশারাও করবেন না এবং আল্লাহু আকবারও বলবেন না।

রুকনে ইয়ামেনী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যখানে

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

রাব্বানা আতিনা ফিদ্-দুন্ য়া হাসানাতাও ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার

হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান করা এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর। (সূরা বাক্বারাহ:২০১)

সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে দৌড়ানোর সময়

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ ইন্নাকা আন্‌তাল্ আ‘আঝ্ঝুল আকরাম

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সমধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।

এ পৃষ্ঠায় কিছু নেই

সাফা মারওয়া পাহাড়ে আরোহণকালে

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

ইন্নাস্ স্বাফা- ওয়াল মারওয়াতা মিন্ শা'আ-ইরিল্লা-হ্। ফামান হ্বাজ্জাল্ বাইতা আউই'তামারা ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইহি আইইয়াত্ত্বাওওয়াফা বিহিমা- ওয়া মান্ তাত্বাওয়া'আ খাইরান, ফা'ইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন 'আলীম

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানী সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে, তার জন্য ঐ পাহাড়ের মাঝখানে সা'ঈ করায় কোন গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে, আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন। [সূরা বাক্বারাহ:১৫৮]

তারপর <u>আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার</u> বলে পড়ুন:

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল-মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাই ইন কাদীর। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা 'আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর। তিনি জীবন-মৃত্যু দানকারী। তিনি সকল প্রশংসার প্রকৃত হকদার এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একাই তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (বিদ্রোহী) বাহিনীকে বিতাড়িত ও পরাভূত করেছেন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী বা অন্য যে কোন মসজিদ থেকে বাম পা আগে দিয়ে বের হোন এবং বলুন

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

বিসমিল্লা-হি ওয়াস সালা-তু ওয়াস সালা-মু 'আলা-রাসূলিল্লাহি, আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা

আল্লাহর নামে (বেরিয়ে যাচ্ছি)। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

'আরাফার দিবসের শ্রেষ্ঠ দু'আ

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ اَلْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল-মুলকু ওয়া লাহুল-হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাই-ইন কাদীর।

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর। তিনি সকল প্রশংসার প্রকৃত হকদার। তিনি জীবন-মৃত্যু দানকারী এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

কংকর নিক্ষেপের সময় বলুন

আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ আল্লাহ মহান

তাকবীরে তাশরীক

১০ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের পর থেকে ১৩ জিলহজ্বের ‘আসর পর্যন্ত

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়ালিল্লা-হিল হ্বামদ

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

পশু যবেহ করার সময়

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার। আল্লা-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা। আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী।

আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এই প্রাণী আপনার পক্ষ থেকে এবং এর মালিক আপনি। হে আল্লাহ! আমার এটি আপনি কবুল করুন।

নিচের দুআগুলো আরাফাতের দিনসহ হজ্বের যে কোন সময় পড়তে পারেন। অর্থের দিকে খেয়াল রেখে পড়বেন।

কুরআনে বর্ণিত কিছু দু‘আ

لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

লা- ইলা- হা ইল্লা- আন্‌তা সুব্‌হা-নাকা
ইন্নী কুনতু মিনায্‌ যা-লিমীন।

তুমি ছাড়া অন্য কোন যোগ্য ইলাহ নেই। তুমি পাক-পবিত্র। বস্তুতঃ আমিই ছিলাম অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আম্বিয়া ৮৭)

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْأَٓخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্‌-দুন্‌য়া- হাসানাতাও ওয়া ফিল্‌
আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা- আযা-বান্না-র

হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো। (বাক্বারাহ ২০১)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

রাব্বানা- যালাম্না- আন্ফুসানা- ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা- ওয়া তারহ্বাম্না- লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন

হে আমাদের রব। আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (আ'রাফ ২৩)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

রাব্বিজ'আলনী মুক্বীমাস্ সালা-তি ওয়া মিন যুররিয়্যাতী রাব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল দু'আ-'

হে আমাদের রব! আমাকে করুন নামায কায়েমকারী এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর কবুল করুন আমার দু'আ। (ইবরাহীম ৪০)

رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾

রাব্বি আওযি'নী আন্ আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা 'আলায়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদায়্যা ওয়া আন আ'মালা সা-লিহ্বান তারদ্বা-হু ওয়া আদখিল্নী বিরাহমাতিকা ফী 'ইবা-দিকাস্ সা-লিহ্বীন

হে আমাদের রব! আপনি আমাকে সামর্থ দিন যাতে আমি আপনার সে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি। আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে দাও। (নামাল ১৯)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ﴿٢٦﴾
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

রাব্বিশ্রাহ্ব লী সাদরী। ওয়া ইয়াস্সিরলী আম্রী। ওয়াহ্বলুল 'ওক্বদাতাম্ মিল্ লিসা-নী। ইয়াফ্ক্বহু ক্বওলী

হে আমাদের রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (ত্বা-হা- ২৫-২৮)

رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا

রাব্বি ঝিদনী 'ইল্‌মা-

হে রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (ত্বহা ১১৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾

রাব্বানাগ্‌ফিরলানা- যুনূবানা- ওয়া ইসরা-ফানা- ফী আমরিনা- ওয়া সাব্বিত্‌ আক্বদা-মানা- ওয়ান্‌সুরনা- 'আলাল্‌ ক্বাউমিল্‌ কা-ফিরীন।

হে আমাদের রব! ক্ষমা করে দিন আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে আমাদের বাড়াবাড়ি, আর আমাদেরকে অবিচল রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন (আলি-'ইমরান ১৪৭)

رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

রাব্বানা- আ-তিনা- মিল্লাদুন্‌কা রাহ্‌মাতাওওয়া হায়্যি' লানা- মিন্‌ আমরিনা- রাশাদা-

হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করে দিন। (কাহফ ১০)

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ الشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

রাব্বি আ'ঊযু বিকা মিন হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীন।
ওয়া আ'ঊযু বিকা রাব্বি আই ইয়াহ্দ্বারূন।

হে আমাদের রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং হে রব! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (মু'মিনূন ৯৭-৯৮)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

রাব্বানা- লা- তুঝিগ্ কুলূবানা- বা'দা ইয্ হাদাইতানা- ওয়া হাবলানা- মিল্লাদুন্‌কা রাহ্মাহ্। ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হা-ব।

হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরকে আপনি বক্র করবেন না। আর আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি বড় দানকারী। (আলি-'ইমরান ৮)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ ۚ أَنْتَ مَوْلَٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

রাব্বানা- লা- তু'আ-খিযনা- ইন্নাসীনা- আও আখত্বা'না- রাব্বানা- ওয়ালা- তাহ্বমিল্ 'আলাইনা- ইস্‌রান্ কামা- হ্বামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিনা- রাব্বানা ওয়া লা- তুহ্বাম্মিল্‌না- মা- লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহ্। ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগ্‌ফির লানা- ওয়ারহ্বাম্‌না- আন্‌তা মাওলা-না ফান্‌সুরনা- 'আলাল্ ক্বাউমিল্ কা-ফিরীন।

হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব ! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের মাফ করুন, ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(বাক্বারাহ ২৮৬)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

রাব্বানাস্‌রিফ ‘আন্না- ‘আযা-বা জাহান্নাম্‌।
ইন্না ‘আযা-বাহা- কা-না গারা-মা-।

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয়ই এর শাস্তি হল বিনাশ। (ফুরকান ৬৬)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

রাব্বানা- হাব লানা- মিন্‌ আঝওয়াজিনা- ওয়া যুর্‌রিয়্যা-তিনা- কুর্‌রাতা আ‘ইয়ুনিও ওয়াজ‘আল্‌না- লিল্‌মুত্তাকীনা ইমা-মা

হে আমাদের রব! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা হবে আমাদের নয়নমনি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম ও নেতা বানিয়ে দিন। (ফুরকান ৭৩)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

রাব্বানাগ্‌ফির লানা- ওয়ালি ইখওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাকূনা- বিল ই-মানি ওয়া লা- তাজ‘আল ফী কুলূবিনা- গ্বিল্লাল্লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা- ইন্নাকা রা’উফুর রাহীম।

হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের আগে যেসব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরকেও মাফ করে দাও। আর ঈমানদার লোকদের প্রতি আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিও না। হে রব! তুমিতো বড়ই দয়ালু ও মমতাকারী। (হাশর ১০)

হাদীসে বর্ণিত কিছু দু‘আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম

পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁরই প্রশান্তি বর্ণনা করছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

লা- হাওলা ওয়া লা- কূওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহি

কারও শক্তি নেই দুঃখ-কষ্ট ফেরাবার আর কারও ক্ষমতা নেই সুখ-শান্তি প্রদানের, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। (বুখারী, মুসলিম)

لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ
لَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা- না'বুদু ইল্লা- ইইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্বলু, ওয়া লাহুস্ সানাউল হাসানু, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাও কারিহাল কা-ফিরূন।

আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই, আমরা তাঁকে ছাড়া অপর কারও ইবাদত করি না, যত নি'আমত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সমস্তই তাঁর প্রদত্ত। আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, একমাত্র তাঁরই দীনকে সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল করি, যদিও এটা কাফিরদের নিকট অপছন্দনীয়।

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ
أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى
وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى
وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ
وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ

আল্লাহুম্মা আসলিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ‘ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুন্‌ইয়া-য়াল্লাতী ফীহা- মা‘আশী, ওয়া আসলিহ্ লী আ-খিরাতিল্লাতী ফীহা- মা‘আদী, ওয়াজ্‘আলিল হায়া-তা যিয়াদাতাল লী ফী কুল্লি খাইরিন, ওয়াজ‘আলিল মাওতা রা-হাতাল্ লী মিন কুল্লি শাররিন।

হে আল্লাহ! আমার দীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও- যার ভিতর রয়েছে আমর সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার ভিতর রয়েছে আমার জীবিকা, আর আমার আখিরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ যেখান আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর আমার আয়ুকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে যাবতীয় অমঙ্গল হতে অব্যাহতি পাবার কারণ বানিয়ে নাও।

أَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুওউন তুহ্বিব্বুল্ ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী

হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল উদার, আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (তিরমিযী)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ
وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

আ‘উযু বিল্লা-হি মিন জাহদিল বালা-ই ওয়া দারাকিশ্ শাকা-ই
ওয়া সূয়িল কাদ্বা-ই ওয়া শামা-তাতিল আ‘দা-ই

হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে কঠিন মুসিবত, চরম কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের মনতুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।(বুখারী, মুসলিম)

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ
وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল বারাসী ওয়াল জুনূনি
ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বামি

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি ধবল রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হতে এবং দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি হতে। (আবু দাউদ)

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ
وَمِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَمِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
وَمِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ
وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনী ওয়া মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসলী। ওয়া মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি। ওয়া মিনাল মা'সামী ওয়াল মাগরামি। ওয়া মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজালি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা ও উদ্বেগ হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও কর্জ গ্রহণ হতে এবং ঋণের গুরুভার ও মন্দ লোকদের প্রাধান্য থেকে।

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيَةَ
فِي الدُّنْيَا وَالْـآخِرَةِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাতি

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপরাধ মার্জনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিপদাপদ হতে নিরাপত্তা চাচ্ছি। (আবু দাউদ)

أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيَةَ
فِى دِينِى وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুন্ইয়া-য়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর কামনা করি আমার দীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা। (আবু দাউদ)

أَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِى وَآمِنْ رَوْعَاتِى
وَاحْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِى
وَعَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِى
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى

আল্লাহুম্মাস্তুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও‘আতী ওয়াহফাযনী মিমবাইনা ইয়াদাইয়া ওয়ামিন খালফী ওয়া‘আন ইয়ামীনী, ওয়া‘আন শিমা-লী, ওয়ামিন ফাওক্বী , ওয়া আ‘উযু বি‘আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহ্তী

হে আল্লাহ! আমার গোপন দোষসমূহ তুমি ঢেকে রাখো, আমাকে ভয়-ভীতি হতে সংরক্ষণ কর, আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে দৃশ্য এবং অদৃশ্যভাবে আমাকে তুমি নিরাপদ রেখ আমার ডানে-বামে এবং আমার উর্ধ্বদেশ হতে আর তোমার আশ্রয় চাই আমার নিম্নদেশে মাটি ধ্বসে মৃত্যুবরণ হতে। (আবু দাউদ)

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى
أَمْرِى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّى

আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী খাতীআতী ওয়া জাহলী ওয়া ইসরা-ফী ফী আমরী ওয়া মা- আনতা আ'লামু বিহী মিননী

হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা, আমার কাজ-কর্মে আমার সীমালঙ্ঘন এবং আমার তরফ হতে সংঘটিত সেই সব অপরাধ যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক অবহিত রয়েছ। (বুখারী, মুসলিম)

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى جِدِّى وَهَزَلِى وَخَطِئِى
وَعَمَدِى وَكُلَّ ذَالِكَ عِنْدِى

আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জিদ্দী ওয়া হাযালী ওয়া খাত্বায়ী ওয়া 'আমাদী ওয়া কুল্লা যা-লিকা 'ইনদী

হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও তুমি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশাকৃত পাপ, আমার ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার সংকল্পিত কিন্তু অকৃত অনাচার এবং আমার তরফ হতে কৃত সমস্ত পাপাচার। (বুখারী, মুসলিম)

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا
أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ اَلْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহুম্মাগফিরলী মা- ক্বাদ্দামতু ওয়া মা- আখখারতু ওয়া মা- আসরারতু ওয়া মা- আ'লানতু ওয়া মা- আসরাফতু ওয়া মা- আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু ওয়া আন্তা 'আলা- কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করেছি, যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, আর যে গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমা অপেক্ষা বেশী জান। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা আগিয়ে আন আর যাকে চাও পিছনে হটিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাস্‌সাবা-তা ফিল আমরি ওয়াল ‘আযীমাতা ‘আলাররুশদি ওয়া আসআলুকা শুকরা নি‘মাতিকা ওয়া হুসনা ‘ইবাদাতিকা ওয়া আসআলুকা ক্বালবান সালীমান ওয়া লিসা-নান সা-দিক্বান ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা-তা‘লামু ওয়া আ‘উযুবিকা মিন শাররি মা- তা‘লামু ওয়া আস্‌তাগফিরুকা লিমা- তা‘লামু ইন্নাকা ‘আল্লা-মুল গুয়ূব

হে আল্লাহ! তোমার নিকট দীনের কাজে আমি চাই অনড়-অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ় নিষ্ঠা, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নি‘আমাতের শুকরগুযারী, আর তোমার ইবাদাত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক, আমি তোমার নিকট আরও চাই নির্ভেজাল প্রশান্ত হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি আর প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলের জন্য যা তুমি আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই অনিষ্ট হতে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত, আর আমি মাগফিরাত চাই সেই অন্যায় অপকর্ম হতে যা তুমিই জান, নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। (আহমাদ)

أَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ
الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانِ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ
أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ
فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ
فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ
إِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَأَغْنِنِى مِنَ الْفَقْرِ

আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বাল আরদ্বি ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়া রাব্বা কুল্লি শাই'ইন, ফা-লিকাল হ্বাব্বি ওয়ান্নাওয়া- মুনযিলাত্তাওরা-তি ওয়াল ইন্জীলি ওয়াল কুরআ-নি, 'আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাই'ইন আনতা আ-খিযুন বিনা-স্বিয়াতিহী, আনতাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই'উন, ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই'উন ওয়া আনতাল বা-ত্বিনু ফালাইসা দূ-নাকা শাই'উন, ইক্বদ্বি 'আন্নিদ্দাইনা ওয়া আগনিনী- মিনাল ফাক্বরি

أَللّٰهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ
نَاصِيَتِى بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ
قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ
بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ
أَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ
الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِى
وَنُورَ صَدْرِى وَجِلَاءَ حُزْنِى وَذَهَابَ هَمِّى

আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আবদুকা, ওয়াবনু 'আবদিকা, ওয়াবনু আমাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মা-দ্বিন্ ফিয়্যা হুক্মুকা, 'আদলুন্ ফিয়্যা ক্বাদ্বা-উকা, আস'আলুকা বিকুল্লিস্মিন্ হুয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফাসাকা, আও 'আল্লাম্ তাহূ আহ্বাদাম্ মিন্ খাল্ক্বিকা, আও আন্ঝাল্তাহূ ফী কিতা-বিকা, আওইসতা'সারতা বিহী ফী 'ইলমিল গাইবি 'ইন্দাকা: আন্ তাজ'আলাল্ ক্বুরআ-না রাবী-'আ ক্বাল্বী, ওয়া নূরা সাদরী, ওয়া জিলা-আ হুঝনী, ওয়া যাহা-বা হাম্মী

হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আপনার হাতেই আমার ভাগ্য আপনার হুকুম

আমার উপর কার্যকর হয়েছে। আপনার ফয়সালা আমার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত। আপনার সকল নামের অসীলায় আপনার কাছে প্রর্থনা করি, যে নামে আপনি নিজেকে নামকরণ করেছেন অথবা যে নাম আপনি স্বীয় গ্রন্থে নাযিল করেছেন কিংবা আপনার সৃষ্টি কাউকে তা শিখিয়েছেন, বা কোন আপনার কাছে গায়েবী এলেমে তা গোপন করে রেখেছেন- আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের মধ্যমণি করে দিন, একে আমার বুকের জ্যোতি, আমার দু:খের নিরসন ও আমার দুশ্চিন্তার অবসান করে দিন।

(আহমাদ, হাকিম)

أَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ
وَالسَّلَامُ إِغْفِرْلِي ذَنْبِي وَاذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي
وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَبْقَيْتَنِي

আল্লাহুম্মা রাব্বান্ নাবিয়্যি মুহাম্মাদিন ‘আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামু, ইগফিরলী যামবী আযহিব গাইযা ক্বালবী ওয়া আইযনী মিন মুযিল লা-তিল ফিতানি মা- আবকাইতানী

হে আল্লাহ! নাবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রভু প্রতিপালক! ক্ষমা করে দাও আমার সমুদয় গুনাহ। আমার হৃদয়ের ক্রোধসমূহ দূর করে দাও এবং ফিৎনার গুমরাহী হতে আমাকে বাঁচাও যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَجِيْد أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى آلِ
مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد

আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সাল্লাইতা 'আলা- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- বা-রাকতা 'আলা- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হে আল্লাহ! আপনি সালাত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর যেভাবে তা করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ! আপনি বরকত দান করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর যেভাবে তা করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদা সম্পন্ন।

রাসূল (সা) এর উদ্দেশ্যে সালাম

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু।

হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি শান্তি,
আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ
يَا خِيَرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا
سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ
قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ
الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া- নাবিয়্যাল্লা-হি আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া- খিয়ারাতাল্লা-হি মিন খালক্বিহি আসসালা-মু ‘আলাইকা ইয়া সাইয়িদিল মুরসালীনা ওয়া ইমা-মাল মুত্তাক্বীনা আশহাদু আন্নাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রিসা-লাতা ওয়া আদ্দায়তাল আমা-নাতা ওয়া নাস্বাহ্বতাল উম্মাতা ওয়া জা-হাদ্‌তা ফিল্লা-হি হ্বাক্বক্বা জিহা-দিহ

হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সুনির্বাচিত! আপনার প্রতি সালাম, হে নাবীগণের সরদার এবং মুত্তাকীদের ইমাম! আপনার প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রিসালাত-পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছেন। আপনি উম্মাতকে নসীহাত করেছেন এবং আল্লাহর পথে যেরূপ জিহাদ করা প্রয়োজন সেরূপেই জিহাদ করেছেন।

আবু বকর (রা) এর প্রতি সালাম

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ

আসসালামু 'আলাইকা ইয়া- আবা- বাক্‌রিন

হে আবু বকর (রা) আপনার প্রতি সালাম

'ওমর (রা) এর প্রতি সালাম

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

আসসালামু 'আলাইকা ইয়া- 'উমারাবনিল খাত্তা-বি

হে 'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আপনাকে সালাম

সাহাবীদের কবরে জিয়ারতের সময় যা বলবেন

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ
نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

আসসালামু 'আলাইকুম আহলাদ্ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনি-না ওয়াল মুসলিমী-ন, ওয়া ইন্না- ইন্ শা-'আল্লাহু বিকুম লা-হ্বিকূন, নাস'আলুল্লা-হা লানা- ওয়া লাকুমুল 'আফিয়াতা

ওহে গৃহবাসী মু'মিন মুসলিম! তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও ইন্ শা-আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাচ্ছি।

সফর থেকে ফিরার দু'আ

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

আ-ইবূন তা-'ইবূন 'আ-বিদূন লিরাব্বিনা- হ্বা-মিদূন

আমরা (এখন সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি, তওবা করতে করতে, ইবাদাতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। (মুসলিম)

নোট

নোট

নোট

নোট

হজ্জ ও ‘উমরার

দু‘আ

জমজম হজ্জ কাফেলা

Zamzam Hajj & Umrah Services